तैलंगस्वामी

সেবকচিত্র প্রতিষ্ঠানের সশ্রদ্ধ নিবেদন

তৈলঙ্গস্বামী

নাম ভূমিকায় ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী ও চিত্রনাট্য, সংলাপ : বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র
আলোকচিত্র : সুহৃদ ঘোষ
সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
অমিয় মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত : অনিল বাগচী
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল
সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজনা : নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতি হুই
প্রধান কর্ম্মসচিব : নিরঞ্জন সিংহ ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
তত্ত্বাবধান : জিতেন গল, নন্দদুলাল দাথ, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।
গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত
শিল্পনির্দেশ : কার্ত্তিক বসু
পটশিল্পী : বলরাম চট্টোপাধ্যায়
পুস্তিকা অলঙ্করণ : অনুপ কর্মকার
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : জগন্নাথ, রাম, হটো, ধনেশ্বর, দুর্গা

পরিচালনা : চিত্রসারথী

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ও বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

রূপায়ণে

সুনন্দা দেবী : পদ্মা দেবী : শীলা পাল : আশা দেবী : তপতী ঘোষ : বেবী রাণী : আরতি দাস : স্বাগতা
ছবি বিশ্বাস : নীতিশ মুখো : গঙ্গাপদ বসু : বীরেন চট্টো : তুলসী চক্র : পঞ্চানন ভট্টা : নৃপতি চট্টো : সুবিমল চৌধুরী
মাঃ তিলক : প্রীতি মজুমদার : মিহির ভট্টা : কেষ্ট দাস : মাঃ স্বপন : প্রেমাংশু বসু : শৈলেন মুখো : অসিত : নন্দ : দুকড়ি
খগেন পাঠক : শিব মুখো : সুকু মুখো : তেওয়ারী : প্রোঃ এস, মুখো : পরিতোষ রায় : সুধীর রায় চৌধুরী, সুশীল দাস,
ফেলু বাবু : শুভেন মহান্তী : রোহিনী : কালিদাস রায় : দেবপ্রিয় : অনীতা : পারুল প্রভৃতি।

জীবনবেদ

ভারতবর্ষ হল আধ্যাত্মিক সাধনার লীলাক্ষেত্র। কত শত মহাযোগীর পবিত্র পদরজ এই মহাদেশের প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে আছে। মহামানব তৈলঙ্গস্বামী সেই মহাযোগীদের অন্যতম। মানব জাতির মঙ্গলের জন্য এই যোগিবর জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ ভারতের বর্ত্তমান বিশাখাপত্তমের কাছে নগণ্য এক হোলিয়া গ্রামে।

এই মহাপুরুষের জন্মবৃত্তান্তের পূর্ব্বাভাসে জানা যায় যে নরসিংহ রাও ছিলেন এই হোলিয়া গ্রামের এক বর্দ্ধিষু জমিদার। তাঁর স্ত্রী বিদ্যাবতী

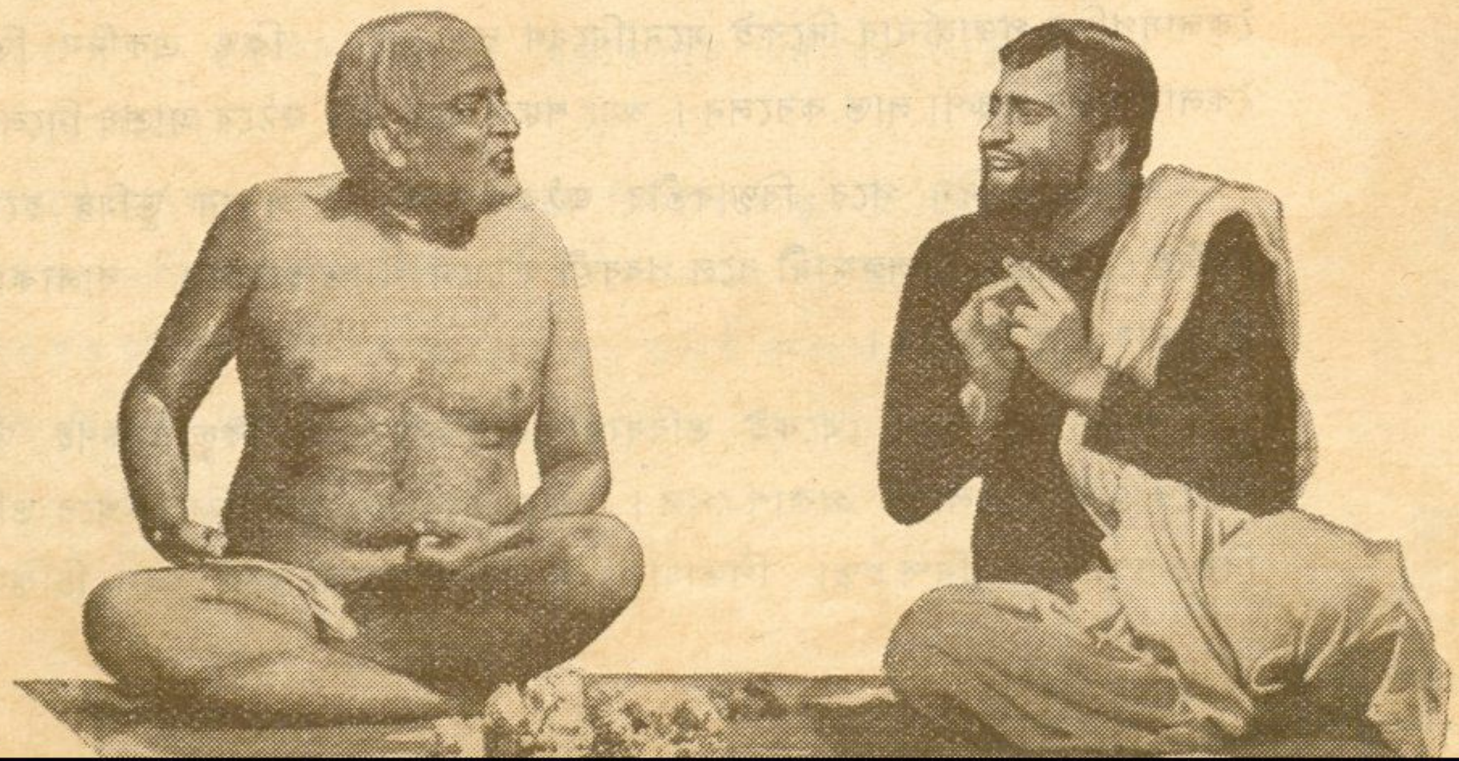

দানধ্যান, পুজার্চ্চনা ও সহৃদয়তার জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। একদিন কি একটা পুজা উপলক্ষে তাঁদের গৃহ-দেবতা কৈলাসপতির মন্দির প্রাঙ্গণে বিদ্যাবতী ব্রাহ্মণদের দানধ্যানে ব্যস্ত। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ তাঁর হাত থেকে দান গ্রহণে অস্বীকার করলেন। তিনি জানালেন যে নিঃসন্তানের হাত থেকে দান গ্রহণ করতে তিনি অক্ষম।

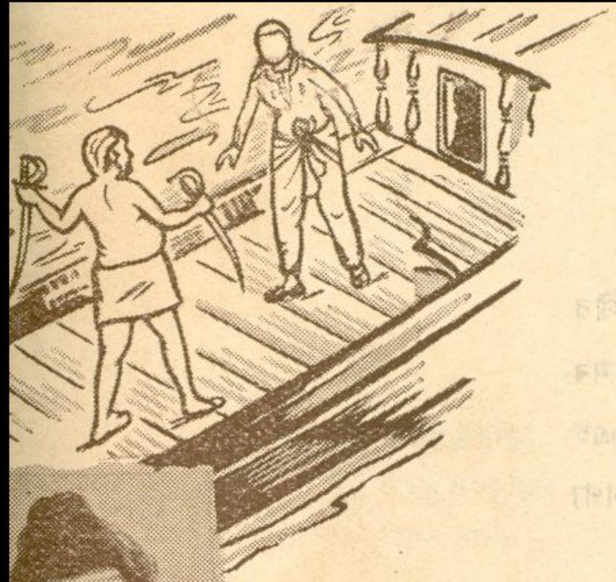

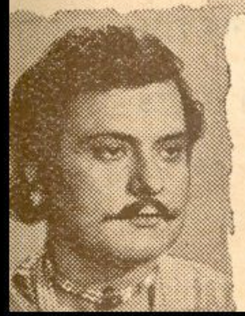

বাত্যাহতা তরুর মতো কাঁপতে কাঁপতে তিনি ফিরে এলেন নিজের ঘরে। গভীর রাত্রে কৈলাসপতির জনহীন মন্দির প্রাঙ্গণে তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহদেবতার কাছে আকুল প্রার্থনা করতে লাগলেন। এদিকে শয্যা শূন্য দেখে নরসিংহ বিদ্যাবতীকে মন্দিরে তদবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার কিসের দুঃখ। বিদ্যাবতী জানালেন ব্রাহ্মণ কর্তৃক তাঁর হাত থেকে ভিক্ষা প্রত্যাখ্যানের কথা—শুধু তাই নয়, তাঁর স্বামীকে বংশের কল্যাণের জন্য দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করলেন। বংশ রক্ষার জন্য নরসিংহ শেষ পর্য্যন্ত রাজী হলেন।

দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে নরসিংহের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করল—বিদ্যাবতীর তাতে কোনো দুঃখ নেই—বংশরক্ষা হয়েছে দেখে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কৈলাসপতির পূজার্চ্চনার দিকেই মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু একদিন তিনি কৈলাসপতির করুণা লাভ করলেন। স্বয়ং শঙ্কর এসে তাঁর জঠরে আশ্রয় নিলেন।

দশমাস দশদিন পরে বিদ্যাবতীর জঠর থেকে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেন তিনিই যোগীশ্রেষ্ঠ তৈলঙ্গস্বামী বলে পরবর্ত্তী জীবনে খ্যাত হলেন। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল শিবরাম।

অতি অল্প বয়স থেকেই ভবিষ্যৎ মহাপুরুষের সব কিছু লক্ষণই তাঁর শরীরে ও কার্য্যকলাপে প্রকাশ পেল! তাঁর সংসারে অনাসক্তি, ঈশ্বরে ভক্তি, বিষয়-সম্পত্তিতে নিস্পৃহতা পিতামাতাকে বিশেষভাবে করে তুলল চিন্তিত।

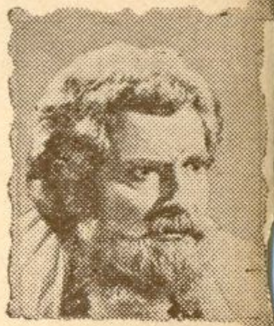

পুত্রের সংসারে অনাসক্তি দেখে মাতা শিবরামের কাছে গিয়ে সজলচক্ষে বললেন : তুই চলে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব বলতে পারিস ? শিবরাম মার মনে কষ্ট দিতে কোন দিন চান নি। তিনি জানালেন : যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে মা—ততদিন আমি কোথাও যাব না। তুমি যাতে সুখী হও মা—তাই করাই তো আমার সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য। তাই তাঁরা এই বিরাট পুরুষকে বেঁধে রাখবার জন্য বিবাহ দিয়ে দিলেন। মাতাকে সুখী করার জন্য শিবরাম সংসার ধর্ম্মে মন দিলেন। কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়কেই একদিন এ সংসার ছেড়ে চলে যেতে হল।

শ্মশানে মাতার শেষকৃত্য সমাপন করে শিবরাম আর গৃহে ফিরে এলেন না। আত্মীয় স্বজন স্ত্রী কারুর কোন অনুনয় বিনয়ই তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে সরিয়ে আনতে পারলে না। একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে অসীমের পথে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন।

যে অজ্ঞেয়কে জানবার জন্য, যে অচেনাকে চিনবার জন্য, যে মহাসত্যকে উপলব্ধি করার জন্য—তিনি সংসার পরিত্যাগ করলেন—তা সার্থক করবার জন্য যে তাঁকে কত শত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সুদীর্ঘ সাধনার ফলে তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয়েছিল—তারই পূর্ণ জীবনবেদ রূপায়িত হয়েছে এই চিত্রে।

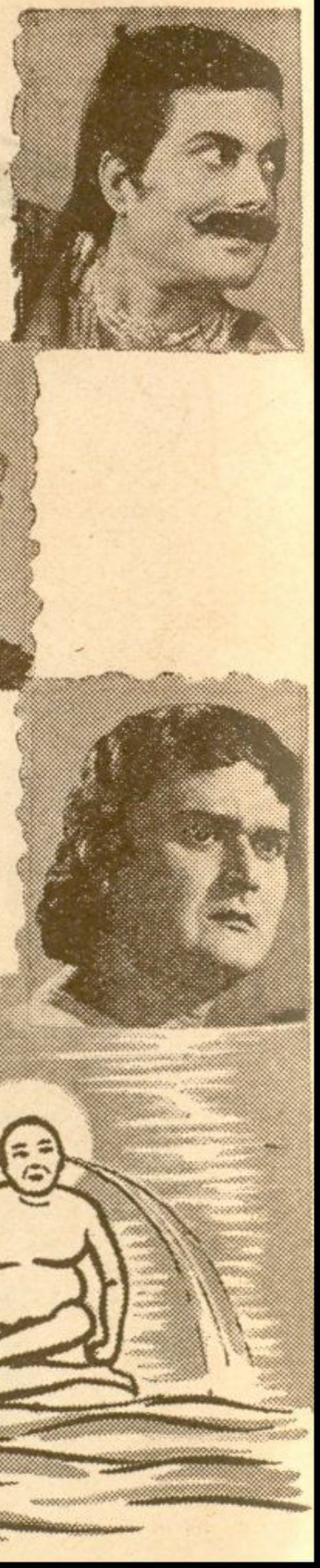

সঙ্গীত

(১)

গিরি রাজ সুতান্বিত বামতনুম্
তনু নিন্দিত রঞ্জিত কোটিবিধুং
বিধি বিষ্ণু শিরোধিত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ।

শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত শম্ম কুটং
কটি লম্বিত সুন্দর কীত্তিপটং
শূর শৈবলিনী কৃত পূতজটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ।

নয়নত্রয় ভূষিত চারু মুখং
মুখ পদ্ম বিরাজিত কোটি বিধুং
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ।

বিশ রাজনিকেতনমাদি গুরুং
গরলাসনমাজি বিষান ধরম
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জণকং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ।

(২)

অবশেষে বিদ্যাবতীর পুণ্য অশ্রুজলে
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল পত্রে ফুলে ফলে
বহিল জীবন স্রোত নবীন ধারায়
অসীম দিল যে ধরা স্নেহের কারায় ।
শিব হইল আবির্ভাব জননী জঠরে
হর্ষ চিন্তা যুগপৎ পিতার অন্তরে ।
শুভদিন শুভক্ষণ শুভ নক্ষত্রেতে
ভূমিষ্ঠ হইল শিশু নৃসিংহ গৃহেতে
শিবের করুণা লাভে দুঃখ হইল দুর
শিবরাম নাম তাই হইল শিশুর
সুখের তরঙ্গ বহে দুঃখ হইল দূর
শিবরাম নাম তাই হইল শিশুর ।

(৩)

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে তপযোগ গম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞাত গম্য
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র
শিবকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
তদন্য বরেন্য নমান্য নগন্যঃ ।
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে
গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশ নাশি
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক
স্ত্বোঽহং হংসিপাসি বেদধাসি মহেশ্বরোঽসি ।

(৪)

এই আছে এই নেই
মনে মনে ভাবি যেই
থেকে থেকে কোথা থেকে
কি যেন কি হয়ে যায় ।
কেন আসি কেন যাই
কি যে চেয়ে কি যে পাই
তারি খেলা নিয়ে দেখি
সারা বেলা বয়ে যায় ॥

সুখে ভুলে হাসি যত
দুখ আসে কাছে তত
দুখে কাঁদি যখনি রে
মনে মনে হাসি পায়।
কে যে গেল কে যে এল
কে হারাল কে যে পেল
আশা কার ভেঙ্গে পড়ে
কে যে গড়ে নিরাশায় ॥
দিনে দিনে দিন গুণে
জীবনের ধ্বনি শুনে
সময়ের নদীতীরে
বাসনা যে ক্ষয়ে যায়

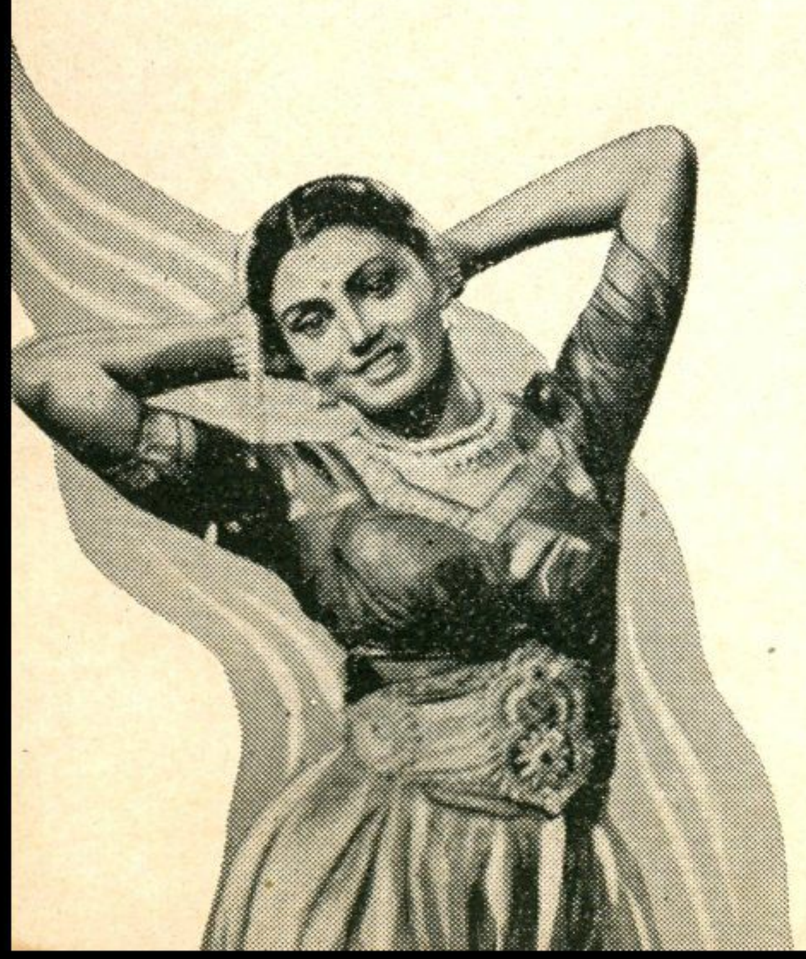

শুভখন হলে তাই
না বলে যে চলে যাই
অসীমের বাশীখানি
কি কথা যে কয়ে যায় ॥

(৫)

তিমির তীর্থ তীরে
দেখা দাও প্রভু মোর।
দুর্গম পথে হোক
অজ্ঞান নিশি ভোর।
অন্তরে জ্বালো জ্বালো
দীক্ষা দীপের আলো
তৃষিত জীবন ঢালো
অনুরাগ আঁখি-লোর ॥
সংশয়ে ভরে থাকা
সংকোচে ঘিরে রাখা
ছিঁড়ে যাক পিছু ডাকা
ক্লান্তির মায়া-ডোর ॥
দুঃখের এ জগতে
কান্তারে মরুপথে
দুস্তর পর্ব্বতে
আঁধিয়ার ঘনঘোর
এস সন্তাপ হর
চির মঙ্গল কর
তোমার আশীষে ভর
সুন্দর চিতচোর ॥

(৬)

সজনী রজনী ভোরে
কেন গো জাগালে মোরে।
পিয়ারে হেরিয়া হিয়া
রাখিতে না পারি ধরে ॥
নয়নে সরম ছায়া
মরমে মধুর মায়া
হাসির মাধুরী ধারা
অধরে যে পড়ে ঝ'রে ॥
পরাণে পুলক লাগে
শতেক ফাগুন জাগে
জীবনে যে দোলা লাগে
মিলন কুসুম ডোরে ॥

(৭)

উদাসী থেকো না যোগী
আঁখি মেলে চাও।
মৃণাল বাহুর হারে
এসো ধরা দাও ॥
যৌবন শিহরণে
অনুরাগে তনুমনে
কেঁদে বলে কামনা সে
পিয়াসা মিটাও ॥
পরাণে মিলন মধু
শুকাবে অকালে বঁধু
ভালবেসে যদি তুমি
নাহি ফিরে চাও ॥

(৮)

সত্য শিব নমো সুন্দর শান্ত
শাশ্বত পরমানন্দ।
বহু জনমের এই কর্ম্মফলের আজি
মোচন কর ভববন্ধ ॥
গুরুদেব জ্ঞানহীনে ত্রাণ করো
শ্রীচরণে আশ্রয় দান করো।
হে ত্রিগুণাতীত সচল বিশ্বনাথ
মর্ত্ত্যের অমৃত প্রদাতা।
সংসারে জর্জ্জর আর্ত্তজনের তুমি
হও প্রভু ভাগ্যবিধাতা ॥
গুরুদেব জ্ঞানহীনে ত্রাণ করো
শ্রীচরণে আশ্রয় দান করো।

সহকারী

পরিচালনায় : শৈলেন নাথ * সংগীতে : আলোক দে
আলোকচিত্রে : সুকুমার শী ও ভবতোষ ভট্টাচার্য্য * রূপসজ্জায় : অনাথ মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন চট্টোপাধ্যায় * তত্ত্বাবধানে : অজিত দত্ত, ফটিক মাইতি, অনিল দে * শব্দানুলেখনে : বলরাম বারুই, হরেকৃষ্ণ ও বৃন্দাবন * শিল্পনির্দ্দেশে : অনিল পাইন
সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

জিতেন বসু (প্রাচী), অনুকূল ভদ্র (সরস্বতী টকীজ, ত্রিবেণী)
সুশীল হালদার, গজেন ভাদুড়ী ।

কণ্ঠসঙ্গীতে :

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য,
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
অধীর বাগচী, অলোক বাগচী, তারা মুখোপাধ্যায় ।

প্রস্তুতির পথে !

সাধক

তুলসীদাস

? ?

মুক্তি পথে !

এস. এম. ফিল্ম ইউনিটের

যাত্রী

ভারতের পবিত্র তীর্থ
স্থান সমূহের পটভূমিকায়
অভিনব চিত্রালেখ্য !

★

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

একমাত্র পরিবেশক • • • ভবতারিণী পিকচার্স